মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তি চাই: চিফ প্রসিকিউটর



সংগৃহীত ছবি

জুলাই–আগস্টের আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন মামলার রায় ঘোষণা হতে যাচ্ছে আগামী ১৭ নভেম্বর (সোমবার)। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রত্যাশা করছেন তারা।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা ১২টা ৯ মিনিটে চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল রায়ের তারিখ ঘোষণা করেন। প্যানেলের অন্যান্য সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

রায়ের দিন ধার্যের পর চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, "আমরা আদালতের কাছে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়ে আবেদন করেছি। আদালত সুবিবেচনা প্রয়োগ করবেন। তবে আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা, যে এই অপরাধের দায়ে আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হোক।"

মামলায় ৮৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ৫৪ জন সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। চলতি বছরের ৩ আগস্ট থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত সাক্ষ্যগ্রহণ ও মূল তদন্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীরের জেরা সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম সাক্ষী খোকন চন্দ্র বর্মণ ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের বীভৎসতার চিত্র তুলে ধরেন।

মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজসাক্ষী হয়ে জবানবন্দি দিয়েছেন। তাই তার ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন চরম দণ্ড দাবি না করলেও ট্রাইব্যুনাল তার ভাগ্য বিবেচনা করবে।

তিন আসামির বিরুদ্ধে পাঁচটি মানবতাবিরোধী অভিযোগ আনা হয়েছে: উসকানি, মারণাস্ত্র ব্যবহার, আবু সাঈদ হত্যা, চানখারপুলে হত্যা এবং আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানো। চিফ প্রসিকিউটরের কাছে মামলার প্রতিবেদন জমা পড়েছে ১২ মে, যা ৮,৭৪৭ পৃষ্ঠার আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র, যেখানে দালিলিক প্রমাণাদি, শহীদদের তালিকা ও অন্যান্য তথ্যসূত্র সংযুক্ত রয়েছে।